সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৬৯
WEEKLY BOOKLET:469

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর কিতাব
"কথাবার্তার আদব" থেকে ষষ্ঠ অংশ

ভালো কথা বলার ও শোনার উপকারিতা

তিলাওয়াত শোনার আগ্রহ ৩
জান্নাত প্রয়োজন হলে--- ৪
ঈমান নিরাপত্তার মাধ্যম ৬
সাত হাজার উপকারিতা ১৫

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

ভালো কথা বলার ও শোনার উপকারিতা(১)

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক যে কেউ এই রিসালা **“ভালো কথা বলার ও শোনার উপকারিতা”** পড়ে বা শোনে নেবে তাকে ভালো কথা বলার ও শোনার তাওফীক দান করো, তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরকে সুন্দর করে দাও এবং তাকে ও তার পিতামাতাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।

اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু বকর শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একবার বাগদাদে মুয়াল্লার প্রবীণ আলিম হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর বিন মুজাহিদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট তাশরীফ আনলেন, তিনি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কপালে চুম্মন করে খুব সম্মানের সাথে নিজের পাশে বসালেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ আরয করলো: ইয়া সায়্যিদি! আপনি ও বাগদাদবাসী আজ পর্যন্ত তাঁকে দিওয়ানা বলে আসছিলেন কিন্তু আজ তাঁকে এমন সম্মান কেন? উত্তর দিলেন: আমি এমনিতে এ রকম করিনি, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আজ রাতে আমি স্বপ্নে এই ঈমানউদ্দীপক দৃশ্য দেখেছি যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

---

১. এই বিষয়টি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর কিতাব **“কথাবার্তার আদব”** ১১৯-১৩২ থেকে নেয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

দরবারে উপস্থিত হলেন তখন হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কপালে চুম্মন দিয়ে নিজের পাশে বসালেন, আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শিবলীর প্রতি এমন দয়া করার কারণ কী? আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান পূর্বক ইরশাদ করেন: সেই প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াত তিলাওয়াত করে:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

(পারা:১১, সূরা: তাওবা, আয়াত: ২৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করেছেন তোমাদের মধ্যে থেকে ঐ রাসূল যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।

আর এরপর আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে। (আল ক্বাওলুল বদী, পৃষ্ঠা: ৩৪৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আফসোস! তিলাওয়াত শুনে অনেক লোক উঠে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা উবাইদ বিন আবু জা'দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন, লোকজন জানতে পারলো যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ (ইরাকের শহর) মাদায়িনে একটি মসজিদে অবস্থান করছেন, তখন তাঁর নিকট লোকজন উপস্থিত হতে শুরু করলো, এমনকি প্রায় এক হাজার লোক একত্রিত হয়ে গেলো। তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ দাঁড়িয়ে বললেন: সব লোক বসে যাও, যখন লোকজন বসে গেলো তখন তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ সূরা ইউসূফ তিলাওয়াত করা শুরু করে দিলেন, আস্তে

www.dawateislami.net

আস্তে লোকজন সেখান থেকে চলে যেতে লাগলো, এমনকি ১০০ জনের মতো লোক অবশিষ্ট ছিলো, তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন: তোমরা মনগড়া ও অহেতুক কথা শুনতে চেয়েছো কিন্তু আমি তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের কালাম শুনাতেই তোমরা উঠে চলে গেলে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২৬১, বাণী নাম্বার: ৬৪৩। আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে ১/৩৭৭)

তিলাওয়াত শোনার আগ্রহ

হে আশিকানে রাসূল! কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করা এবং শোনা নিঃসন্দেহে এটি অনেক বড় সাওয়াবের কাজ কিন্তু আফসোস! এখন তার থেকে লোকজনকে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে, কোন ক্বারী সাহেব যদি তিলাওয়াত করে তাহলে শুনতে মন চাই না। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর তিলাওয়াতের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ইহইয়াউল উলুম উর্দু প্রথম খন্ড: ৮৪৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: বর্ণিত রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان যখন একত্রিত হতেন তখন যে কোন একজনকে বলতেন কুরআনে পাকের কোন একটি সূরা শোনাও। (ইহইয়াউল উলুম ১/৩৭৬)

এক আয়াত শোনার ফযিলত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন: যে ব্যক্তি কুরআনে পাকের কোন একটি আয়াত শোনে, কিয়ামতের দিন সেটা তার জন্য নূর হবে।

(মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, ৩/২২৯, বাণী নাম্বার ৬০৩২)

শুনলেন তো আপনারা! কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা ও শোনার কত মহান পুরস্কার রয়েছে, আর তিলাওয়াতকারী যেহেতু তার কারণ সেও তার প্রতিদান ও সাওয়াব পাওয়ার ক্ষেত্রে তার অংশীদার হবে তবে শর্ত হচ্ছে যে, রিয়া ও লৌকিকতার নিয়ত যেন না হয়।

www.dawateislami.net

তিলাওয়াতে ২০ বছর কষ্ট করেছেন

ইচ্ছা হোক বা না হোক ইবাদত ও তিলাওয়াত চলমান রাখা উচিত, اِنۡ شَآءَ الله কখনো না কখনো অন্তর বসে যাবে। হযরত সায়্যিদুনা সাবিত বুনানি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: (অন্তর না বসা সত্ত্বেও) আমি ২০ বছর পর্যন্ত কুরআনে পাক (তিলাওয়াত করার) হতে কষ্ট লাভ করেছি, আর ২০ বছর তার স্বাদ গ্রহণ করেছি। (ইহইয়াউল উলুম উর্দু ১/৮৭১)

হার রোজ মে কুরআন পড়হুঁ কাশ! খোদায়া
আল্লাহ! তিলাওয়াত মে মেরে দিল কো লাগাদে

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাত প্রয়োজন হলে ভালো ব্যতীত মুখ দিয়ে কিছু বের করো না

মুখ দিয়ে যখন ভালোই ভালো কিছু চলমান থাকবে, যিকির ও দরুদ পড়তে থাকবে, অহেতুক কথা বলার অভ্যাস থাকবে না, তখন মিথ্যা, গীবত, চুগলী ও দোষ-ত্রুটি ইত্যাদি গুনাহ থেকেও নিরাপদ থাকবে, আর এটি اِنۡ شَآءَ الله জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে যাবে। যেমনিভাবে সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর খেদমতে লোকজন আরয করলো, এমন কোন আমল বলুন যার দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায়। তিনি عَلَيۡهِ السَّلَام বললেন: কখনো বলো না, তারা বললো: এটা তো হতে পারে না, বললেন: ভালো কথা ব্যতীত মুখ দিয়ে কখনো অন্য কিছু বলো না। (ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৩৬, ইহইয়াউল উলুম আরবী ৩/১৩৬)

www.dawateislami.net

আকসার মেরে হোঁটো পে রহে যিকরে মদীনা
আল্লাহ যঁবা কা হো আতা কুফলে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৯৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

গুনাহ থেকে সত্যিকারের তাওবা করে নিলো

হে জান্নাত প্রত্যাশীরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কাজ, জিহ্বা ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে যাওয়ার আমলের স্পৃহাকে বৃদ্ধি করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله উপকার অর্জন হবে। পরকালের কল্যাণ লাভের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি "মাদানী বাহার" আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেমনিভাবে অনেক পূর্বের কথা, সিন্ধ প্রদেশের এক মহিলা এমন অফিসে কাজ করতো যেখানে নারী পুরুষ একসাথে কাজ করতো, পর্দাহীনতা, কুদৃষ্টির সাথে সাথে এই ধরনের অনেক মন্দ কাজ সেখানে ব্যাপক ছিলো, দূর্ভাগ্যজনক ভাবে যেটাকে আজকের সমাজে মন্দ বলে মনে করে না। ঐ মন্দ পরিবেশের ফলাফল এমন ছিল যে, সিনেমা, নাটক, গান-বাজনা এবং নিত্য নতুন ফ্যাশন ও পার্কে পর্দাহীন ভাবে ঘুরাফেরার অভ্যস্থ ছিল। পিতা-মাতার অবাধ্যতা বরং তাঁদের সাথে অসৎ আচরণ ও বড়দেরকে অসম্মান করা তার অভ্যাস ছিল। একদিন এক বোরকা পরিহিতা পর্দাসম্পন্ন ইসলামী বোন তার ঘরে আসলো, যখন সে তার সামনে নিজের নেকাব উত্তোলন করলো তখন তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলো, এ তো সেই যে আমার সাথে অফিসে কাজ করতো আর তার মতো পর্দাহীন ফ্যাশনকারী ছিল। কিছুদিন পূর্বে চাকরী

www.dawateislami.net

ছেড়ে দিয়েছিল, এখন সে দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লীগা, অল্প সময়ে এতো পরিবর্তন দেখে সে প্রভাবিত না হয়ে পারলো না, ইসলামী বোন নম্র ভাষায় তাকে নেকীর দাওয়াত প্রদান করলো আর দাওয়াতে ইসলামীর ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের উৎসাহ প্রদান করলো, সেও ইজতিমায় অংশ গ্রহণের নিয়ত করে নিল, ঐ ইসলামী বোনের জীবনে আগত পরিবর্তন প্রথম থেকেই তার অন্তরে করাঘাত করেছিল, সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ এবং সেখানে অনুষ্ঠিত পরকালের চিন্তায় বিভোর বয়ান তাকে উদাসীনতার স্বপ্ন থেকে জাগ্রত করে দিল, যদিও মনোমুগ্ধকর সম্মিলিত দোয়া সম্পন্ন করেছিল, সে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারলো না আর অঝোর নয়নে কান্না করতে রইলো, নিজের গুনাহের প্রতি তার লজ্জাবোধ হতে লাগলো, আল্লাহ পাকের দরবারে সত্য অন্তরে তাওবা করে নিল, সেই আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করলো আর নিজের গুনাহের জলাভূমি থেকে সেই বের হওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর সঙ্গ লাভ করতে রইলো।

সালামত রহে ইয়া খোদা মাদানী মাহোল,
বাঁচে বদ নযর সে ছদা মাদানী মাহোল।
দোয়া হে তুঝ সে দিল এ্যাইসা লাগা দে,
না ছুটে কাভী বিহ খোদা মাদানী মাহোল। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৪৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নীরবতা ঈমান নিরাপত্তার মাধ্যম

যার জিহ্বা কাঁচির মতো প্রতিটি কথাকে কাটতে থাকে সেই অপরের কথা ভালোভাবে বুঝা থেকে বঞ্চিত থাকে, বরং বাচাল ব্যক্তির

www.dawateislami.net

জন্য এটারও আশঙ্কা থাকে যে, বক বক করার দ্বারা জিহ্বা দিয়ে আল্লাহর পানাহ! কুফরী বাক্যও বের হয়ে যায়। যেমনিভাবে হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইহইয়াউল উলুমে লিখেন যে, কতিপয় বুযুর্গ বলেন: নিশ্চুপ থাকা ব্যক্তির মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়, (১) তার দ্বীন নিরাপদ থাকে এবং (২) অপরের কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে পারে। (ইহইয়াউল উলুম ৩/১৩৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❁❁❁ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

জান্নাতী হওয়ার রহস্য (ঘটনা)

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দয়ায় মানুষকে দেখে চিনে নিতে পারতেন যে, কে জান্নাতী, কে জাহান্নামী, বরং আগমনকারীদের আগমনের পূর্বে সংবাদ প্রদান করে দিতেন যে, সেই জান্নাতী, বা জাহান্নামী। আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সেই জান্নাতী হবে। ইতিমধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন, লোকজন তাঁকে মোবারকবাদ পেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কোন আমলের কারণে আপনার এই সৌভাগ্য নসীব হলো? বললেন: আমার আমল তো খুবই স্বল্প আর যার কারণে আমি আল্লাহ পাকের নিকট আশা রাখি যে, তিনি আমার বক্ষকে নিরাপত্তা ও উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা থেকে বিরত রাখবেন। (আস সামতু, ৭/৮৬ পৃষ্ঠা, বাণী নাম্বার:১১১)

এই হাদীসে পাকের শব্দাবলী "سَلَامَةُ الصَّدۡر" অর্থাৎ বক্ষের নিরাপত্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অন্তরের অনর্থকতা, অর্থাৎ হিংসা ও বিদ্বেষ ইত্যাদি

অপ্রকাশ্য রোগ (অর্থাৎ গুনাহসমূহের লুকায়িত রোগ) থেকে পবিত্র হওয়া এবং অন্তরে ঈমান পাকাপোক্ত হওয়া।

রফতার কা গুফতার কা কিরদার কা দে দে
হার উযয়ে কা দে মুঝ কো খোদা কুফলে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ: ৯৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নবীর সকল সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী

سُبْحٰنَ الله ! আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র জন্য দেহ ও মন সবকিছু উৎসর্গ! প্রিয় নবীর সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র তাকদীরের কথা কী আর বলবো, তিনি তো পবিত্র জবানে নবীর মাধ্যমে জান্নাত লাভের সুসংবাদ পেয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জান্নাতী। আর শুধু তিনিই নই বরং নবীর সকল সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী এই ব্যাপারে ফয়যানে নামায ৩২৯-৩৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: আল্লাহ পাক ২৭ পারা সূরা হাদীদ আয়াত নং ১০ ইরশাদ করেন:

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাদের মধ্যে সমান নয় ঐ সব লোক, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে, তারা মর্যাদায় ঐ সব লোক অপেক্ষা বড়, যারা বিজয়ের পর ব্যয় ও জিহাদ করেছে এবং তাদের সবার সাথে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন এবং আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মগুলো সম্পর্কে অবহিত আছেন।

www.dawateislami.net

সকল সাহাবী জান্নাতী

মুফাসসিরে কুরআন হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই আয়াতে মোবারাকা প্রসঙ্গে বলেন: ঐ সকল (সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) এর মর্যাদা যদিও বিভিন্ন পর্যায়ের কিন্তু তাঁদের সবার জান্নাতী হওয়াটা একেবারেই অকাট্য কেননা আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছিলেন, সকল সাহাবা ন্যায়পরায়ণ ও মুত্তাকী, কেননা সবার কাছ থেকে আল্লাহ পাক জান্নাতের ওয়াদা নিয়েছেন, জান্নাতের ওয়াদা ফাসিক অর্থাৎ গুনাহগার থেকে নেয়া হয় না। (নূরুল ইরফান, উল্লেখিত আয়াত প্রসঙ্গে) প্রত্যেক সাহাবী, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাহাবী হওয়ার কারণে আমাদের উপর সম্মান করা ওয়াজিব আর কোন সাহাবীর শানে বেয়াদবী করা হারাম ও পথভ্রষ্টতা।

হার সাহাবীয়ে নবী জান্নাতী জান্নাতী, সব সাহাবীয়াত ভিহ জান্নাতী জান্নাতী
চার ইয়ারানে নবী জান্নাতী জান্নাতী, হযরতে সিদ্দিক ভি জান্নাতী জান্নাতী
হে ওমর ফারুক ভিহ জান্নাতী জান্নাতী, উসমানে গণী জান্নাতী জান্নাতী
ফাতেমা আওর আলী জান্নাতী জান্নাতী, হে হাসান হুসাইন ভি জান্নাতী জান্নাতী
ওয়ালাদাইনে নবী জান্নাতী জান্নাতী, হার যাওজায়ে নবী জান্নাতী জান্নাতী
আওর আবু সুফিয়ান ভি জান্নাতী জান্নাতী, হে মুয়াবিয়া ভি জান্নাতী জান্নাতী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহেতুক কথাবার্তা যদিও গুনাহ নেই তবে এর মধ্যে কোন কল্যাণও নেই। سُبۡحٰنَ الله! এখনি আপনারা একটি বর্ণনা শুনেছেন যাতে প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে পিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন! তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর একটি সৌন্দর্যতা এটাও ছিল যে, কখনো

www.dawateislami.net

অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত হতেন না। যে কাজের সাথে সম্পর্ক হতো না তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাও করতেন না, কিন্তু আফসোস! আমাদের যে বিষয়ের সাথে দূরেরও কোন সম্পর্ক থাকে না তারপরও ঐ বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ (INTERFERE) করে থাকি এবং ঐসব বিষয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্ন করতে থাকি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অতিরিক্ত খাওয়াও অধিক বলার একটি কারণ

শুধুমাত্র স্বাদের কারণে অতিরিক্ত পানাহার করার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে তিরস্কার করা হয়েছে। পেট যখন অধিক ভর্তি হয়ে যায় তখন আনন্দ বিহ্বলতা অধিক চিন্তা করে, এবং জিহ্বাও কাঁচির মতো চলতে থাকে। আর যখন ক্ষুধা লাগে তখন মানুষ দুর্বল হয়ে যায়, অধিক কথাবার্তা বলতে মন চায় না, সুতরাং হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ প্রচন্ড ক্ষুধাও সহ্য করেছেন এবং পেট ভর্তি করে আহার করতেন না যাতে তাঁদের নীরবতা অধিক হয় ও অহেতুক কথাবার্তা কম হয়। যেমনটি আমল সম্পন্ন ওলামায়ে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর পবিত্র অভ্যাস ছিল, কেননা যার পেট খুব ভর্তি থাকে তার অহেতুক কথাবার্তাও অধিক হয়ে থাকে। (তাম্বীহুল মুগতারীন ১৮৯)

ক্ষুধাহীন আহারকারী বাচাল হয়ে থাকে

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ রাহিবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পেটে অহেতুক খাবার দ্বারা ভর্তিকারীর মুখ দিয়ে অহেতুক কথায় বের হবে। (তাম্বীহুল মুগতারীন ১৮৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তরবারীর আঘাত সেরে যায় কিন্তু জিহ্বার আঘাত সারে না

তীর ও তরবারী দ্বারা শুধু শরীর আহত হয়, কিন্তু জিহ্বার কারণে অন্তর আহত হয়ে যায়। হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, মানুষকে তীর দ্বারা আঘাত করাটা তাকে জিহ্বা দ্বারা মন্দ কথাবার্তা বলার চেয়ে কম, কেননা জিহ্বার লক্ষ্যবস্তুতে কখনো ভুল হয় না। (তাম্বীহুল মুগতারীন ১৮৯)

জিহ্বাকে বন্দী করে রাখো

যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে বন্দী রাখতে সফল হয়ে গেলো সে নিঃসন্দেহে অসংখ্য ফিৎনা থেকে নিরাপদ হয়ে গেলো, অতঃপর প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: শপথ ঐ পবিত্র সত্ত্বার যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এমন কোন জিনিস নেই যা জিহ্বার চেয়ে অধিক বন্দী রাখা আবশ্যক।

(ইহইয়াউল উলুম, আরবী ৩/১৩৭, ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৩৮)

যে কথা দুই ঠোঁটের মধ্যে স্থান পায় না তা কোথাও স্থান পাবে না

কথা বলার পূর্বে ভালোভাবে চিন্তা করে নেয়া উচিত যে, পরবর্তীতে কোথাও যেন লজ্জিত হতে না হয়। (কোটি কোটি শাফেয়ীদের পথপ্রদর্শক) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, কথা তীরের মত, যদি তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তবে তা অপরজনের হয়ে যাবে আর এখন তার মালিক তুমি হবে না। (তাম্বীহুল মুগতারীন ১৮৯)

বাশার রাযে দিলি কেহ কর যলীলো খাওয়ার হোতা হে
নিকাল জাতী হে যব খুশবু তো গুল বেকার হোতা হে

www.dawateislami.net

مَاشَآءَاللّٰه কতিপয় ব্যক্তি অনেক বোধশক্তি সম্পন্ন ও পেট খুবই দৃঢ় হয়ে থাকে আর যতো কিছু হয়ে যাক না কেনো রহস্য ফাঁস করে না এবং ঘরের কথা বাইরে বলে না। এমন একজন বুদ্ধিমানের অনুকরণীয় ঘটনা উপস্থাপন করছি।

ঘরের কথা বাইরে প্রকাশকারী স্বল্প মর্যাদার হয়ে থাকে

এক বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এক রহস্যময় ব্যক্তির (অর্থাৎ পেট মজবুত ব্যক্তির) বিবাহ হলো কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়া কম ছিল, কোনভাবে তার বন্ধু তাদের এই বিষয়ে জানতে পারলো, সে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার ঘরের খবর কী? ঐ রহস্যময় ব্যক্তি উত্তর দিল: আমি এতো স্বল্প মর্যাদার মানুষ নই যে, ঘরের কথা কাউকে বলে দিবো। সমস্যা দিন দিন বাড়তে লাগলো, শেষ পর্যন্ত আর সংসার করা হলো না এবং তালাক দিতে হলো। যখন তার বন্ধু জানতে পারলো তখন বললো: সে তো এখন তোমার স্ত্রী নয়, তো বলো ব্যাপারটা কী ছিল? ঐ বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি উত্তর দিল: এখন তো সে আমার জন্য নামুহরিম মহিলা আর কোন নামুহরিম মহিলা সম্পর্কে কিভাবে কথা বলবো! **(গীবত কি তাবাহ কারীয়াহ: ৩৬৩)**

আল্লাহ হাম কো ফদ্বল সে আকলে সালীম দে
শরম ও হায়া তুফাইলে রাসূলে করীম দে

অনেক সময় তো এমন কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে যায় যে...

হযরত বিলাল বিন হারেস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন যে, প্রিয় নবী হুযুর পুরনুর صَلَّی اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষের একটি বাক্য আল্লাহ পাকের খুশির উপলক্ষ্য হতে পারে আর সে এটা জানে না যে, এর দ্বারা কিছু বড়

www.dawateislami.net

সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে গিয়েছে কিন্তু আল্লাহ পাক সেটার কারণে কিয়ামত পর্যন্ত সন্তুষ্টি লিখে দেন। আর কখনো একটি বাক্য দ্বারা অসন্তুষ্ট হয়ে যান আর সে এটা জানে না যে, এর দ্বারা অসন্তুষ্ট বেশি হবেন কিন্তু আল্লাহ পাক সেটার কারণে নিজের অসন্তুটিকে কিয়ামত পর্যন্ত লিখে দেন।

(তিরমিযী ৪/১৪৩, হাদীস: ২৩২৬)

সে অহেতুক কথা কম বলবে

যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ভয়ের অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হয়ে অধিকহারে মৃত্যুকে স্মরণ করে, সামান্য আয়ে (INCOME) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, অধিক ধন সম্পদের আশা করে না এবং যার এটাও অনুভূতি রয়েছে যে, "বলা" টাও কোন আমল, যার হিসাব দিতে হবে। তবে এই ধরনের লোক অহেতুক কথা বলতে পারে না। যেমন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে সে দুনিয়ার সামান্য জিনিসের উপর তুষ্ট (অর্থাৎ তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট) থাকে আর নিজের কথাবার্তাকেও আমল মনে করে সে অহেতুক কথা কম বলে।

(ইহইয়াউল উলুম আরবী ৩/১৩৭, ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৩৮)

জিহ্বার পদস্খলন পায়ের পদস্খলনের চেয়ে ভয়াবহ

সবসময় কথা বলার দ্বারা এটারও সম্ভাবনা (অর্থাৎ ভয়) থাকে যে, কবুলের সময় এমন অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু বের হয়ে যায় আর তাই হয়ে যায়। এক আরবী কবির কাব্যের অনুবাদ: মানুষ নিজের জিহ্বার পদস্খলনের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়, যদিও পায়ের পদস্খলনের দ্বারা তার মৃত্যু আসে না, যে জিনিস অপছন্দনীয় তা মুখে আলোচনাও করো না, অনেক সময় যা কিছু মুখ থেকে বের হয়ে যায় তাই হয়ে থাকে। (তাম্বীহুল গাফেলীন, ১১৬)

www.dawateislami.net

জানিনা কোন মুহূর্তটি গ্রহণযোগ্যতার (কবুলিয়্যতের)

হে আশিকানে রাসূল! এদিক সেদিকের কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে, যখনই অবসর হবেন তাড়াতাড়ি মুখে যিকির ও দরূদ পাঠের অভ্যাস করে নিন, জানিনা কখন কবুলিয়্যতের মুহূর্ত চলে আসে আর আমাদের তরী পার হয়ে যায়। হযরত লুকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সন্তানকে বললেন: হে আমার সন্তান! اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ পড়তে থাকো, কেননা আল্লাহ পাকের নিকট এমন কিছু সময় রয়েছে যাতে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়ে যায়।

(কিতাবু হুসনিজ জান্নি বিল্লাহি মাআ মাওসুআতি ইবনে আবীদ দুনিয়া ১/১১০, বানী নাম্বার:১১৮)

অহেতুক কথা বলা ব্যক্তির পরকালে পাঁচ জায়গায় পেরেশানী

বর্ণিত রয়েছে যে, প্রত্যেক হাসি ঠাট্টা বা অহেতুক কথাবার্তার কারণে বান্দাকে কিয়ামতের ময়দানে পাঁচটি জায়গায় তিরস্কার ও জবাবদিহিতার জন্য থামিয়ে দেয়া হবে:

(১) তুমি কেন কথা বলেছিলে? এতে তোমার কি কোন লাভ ছিলো?

(২) তুমি যে কথা বলেছিলে তাতে কি তোমার কোন উপকারিতা অর্জন হয়েছিল?

(৩) তুমি যদি ঐ কথা না বলতে তাহলে তোমাকে কি কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো?

(৪) তুমি চুপ ছিলে না কেন যাতে এই পরিণতি থেকে নিরাপদ থাকতে?

(৫) তুমি এই জায়গায় سُبْحَانَ الله اَلْحَمْدُ لِله পাঠ করে সাওয়াব ও প্রতিদান লাভ করোনি কেন? (কু'তুল কুলুব ১/৪৬৮)

www.dawateislami.net

হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জিহ্বা দ্বারা মাথা নিরাপদ থাকে। (তাম্বীহুল মুগতারীন, ১৯০)

জিহ্বার দ্বারা যাকে ভালো মন্দ বলা হয়, হতে পারে সে রাগান্বিত হয়ে প্রহার করতে পারে এবং মাথা ও ইত্যাদি ফেটে যেতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নীরবতার মধ্যে সাত হাজার উপকারিতা রয়েছে

কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কথা, নীরবতা দ্বারা সাত হাজার উপকারিতা অর্জন হয়, যা সাতটি বাক্যে সমবেত (অর্থাৎ SENTENCES) আর প্রত্যেকটি বাক্যে এক হাজার উপকারিতা রয়েছে, (১) নীরবতা কষ্টবিহীন (অর্থাৎ কতিপয় শর্তের ভিত্তিতে) ইবাদত। (২) নীরবতা অলঙ্কারবিহীন সৌন্দর্য (৩) নীরবতা সম্রাজ্যবিহীন বিস্ময় (৪) নীরবতা দেয়ালবিহীন প্রাসাদ (৫) নীরবতার মধ্যে কোন একজনের কাছে ক্ষমা (অর্থাৎ SORRY) চাইতে হয় না (৬) নীরবতার দ্বারা কিরামান কাতেবীন (অর্থাৎ আমল লিখক সম্মানিত ফেরেশতা) বিশ্রাম পায় (৭) নীরবতা মানুষের দোষ-ত্রুটির জন্য পর্দাস্বরূপ। (তাম্বীহুল গাফেলীন: ১১৭)

যৌবন পাগলামী, এর ক্ষতি থেকে বাঁচো

যৌবনে সাধারণত শরীর ভালো থাকে, আশা-আকাঙ্ক্ষা অধিক হয়ে থাকে, আর বাস্তবিকই যৌবনে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। অতঃপর হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত, মুসলামনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এক যুবককে বললেন: হে যুবক! যদি তুমি তিনটি জিনিসের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকো তাহলে যৌবনের ক্ষতি

www.dawateislami.net

থেকে নিরাপদ থাকবে, (১) জিহ্বার ক্ষতি (মন্দ বলা থেকে) (২) লজ্জাস্থানের ক্ষতি (৩) পেটের ক্ষতি থেকে। (তাম্বীহুল গাফেলীন: ১১৭)

ঢলনে ওয়ালি হে জাওয়ানি জিস পে তুঝ কো নায হে
তো বাজালে চাহে জিতনা চার দিন কা সায হে

না বলাতে নয় গুণ

বাস্তবে কম বলাতে প্রশান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে, হযরত উহাইব বিন ওয়ারদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ১০টি অংশে নিরাপত্তা রয়েছে, এর মধ্যে ৯টি অংশ শুধু নীরবতার মধ্যে রয়েছে এবং একটি অংশ হলো মানুষ থেকে দূরে থাকা। (তাম্বীহুল মুগতারীন: ১৯০)

স্বর্ণ রূপার মতো জিহ্বাকে হেফাযত করো

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: উদ্দেশ্যহীন কাজকে ছেড়ে দাও, অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকো আর নিজের জিহ্বাকে এভাবে হেফাযত করো যেভাবে স্বর্ণ রূপাকে হেফাযত করে থাকে। (আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে ১/৫০৮, হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৩৫৯)

নীরবতা "স্বর্ণ"

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: যদি কথাবার্তা বলাটা "রূপা" অর্থাৎ (SILVER) হয় তাহলে চুপ থাকাটা "স্বর্ণ" (GOLD)। (ইহইয়াউল উলুম ৩/১৩৬)

www.dawateislami.net

হিকমতের অধিকারী কে?

নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত কোন ব্যক্তিকে দেখো এবং তাকে অল্পভাষী পাও তখন তার পাশে বসো, কেননা তাকে হিকমত প্রদান করা হয়েছে। (ইবনে মাজাহ, ৪/৪২২, হাদীস: ৪১০১) মিরআতে এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় রয়েছে: হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইলম ও আমল সম্পন্ন, অনেক ওলামায়ে কেরাম বলেন: শরীয়ত ও তরীকতের সহ অবস্থান অর্থাৎ দুটাই এক সাথে থাকা হিকমত। (মিরআত ৭/৫৭)

কথা কম কাজ বেশি

যে ব্যক্তি নেককার হবে সে যিকির ও দরুদ এবং নেকীর দাওয়াতের কাজ থেকে কখন অবসর পায় যে, অহেতুক কথাবার্তার মধ্যে লিপ্ত থাকবে; আর মুনাফিক তো বাজে লোকই হয়ে থাকে এই জন্য "বক বক" না করলে আর করবেইটা কী! যেমনিভাবে ইমাম আওজায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর এই বাণী প্রসিদ্ধ যে, মুসলমান কথা বলে কম কাজ করে বেশি কিন্তু মুনাফিক কাজ করবে কম আর কথা (অহেতুক কথাবার্তা) বলে বেশি। (তাম্বীহুল গাফেলীন ১১৫)

চল্লিশ বছর রাতে অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত ছিলেন

আল্লাহ পাকের এমন এমন নেককার বান্দা ও সর্বশেষ নবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমিক রয়েছে যারা যিকির ও দরুদ শরীফ পাঠ করা থেকে অবসরই পায় না যে, অহেতুক কথাবার্তার দিকে মনোযোগী হবে। অতঃপর হযরত মানসুর বিন মু'তামির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ৪০ বছর পর্যন্ত ইশার নামাযের পর কারো সাথে কথাবার্তা বলতে অংশ নিতেন না।

(ইহইয়াউল উলুম উর্দু ৩/৩৩৯, ইহইয়াউল উলুম ৩/১৩৭)

www.dawateislami.net

اَللّٰہُ اَکْبَرْ **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা**! আল্লাহ ওয়ালারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখার ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। আর আমাদের অবস্থা এমন যে, চল্লিশ মিনিটও নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখতে পারি না।

বেকার গুফতাগু সে খোদায়া বাঁচা মুঝে,
যিকরো দরুদে পাক কা শায়দা বানা মুঝে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

আত্তারের দোয়া:..........১
দরুদ শরীফের ফযিলত..........১
আফসোস! তিলাওয়াত শুনে অনেক লোক উঠে গেলো..........২
তিলাওয়াত শোনার আগ্রহ..........৩
এক আয়াত শোনার ফযিলত..........৩
তিলাওয়াতে ২০ বছর কষ্ট করেছেন..........৪
জান্নাত প্রয়োজন হলে ভালো ব্যতীত মুখ দিয়ে কিছু বের করো না..........৪
গুনাহ থেকে সত্যিকারের তাওবা করে নিলো..........৫
নীরবতা ঈমান নিরাপত্তার মাধ্যম..........৬
জান্নাতী হওয়ার রহস্য (ঘটনা)..........৭
নবীর সকল সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী..........৮
সকল সাহাবী জান্নাতী..........৯
অতিরিক্ত খাওয়াও অধিক বলার একটি কারণ..........১০
ক্ষুধাহীন আহারকারী বাচাল হয়ে থাকে..........১০
তরবারীর আঘাত সেরে যায় কিন্তু জিহ্বার আঘাত সারে না..........১১
জিহ্বাকে বন্দী করে রাখো..........১১
যে কথা দুই ঠোঁটের মধ্যে স্থান পায় না তা কোথাও স্থান পাবে না..........১১
ঘরের কথা বাইরে প্রকাশকারী স্বল্প মর্যাদার হয়ে থাকে..........১২
অনেক সময় তো এমন কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে যায় যে.....১২
সে অহেতুক কথা কম বলবে..........১৩
জিহ্বার পদস্খলন পায়ের পদস্খলনের চেয়ে ভয়াবহ..........১৩
জানিনা কোন মুহূর্তটি গ্রহণযোগ্যতার (কবুলিয়্যতের)..........১৪
অহেতুক কথা বলা ব্যক্তির পরকালে পাঁচ জায়গায় পেরেশানী..........১৪
নীরবতার মধ্যে সাত হাজার উপকারিতা রয়েছে..........১৫
যৌবন পাগলামী, এর ক্ষতি থেকে বাঁচো..........১৫
না বলাতে নয় গুণ..........১৬
স্বর্ণ রূপার মতো জিহ্বাকে হেফাযত করো..........১৬
নীরবতা “স্বর্ণ”..........১৬
হিকমতের অধিকারী কে?..........১৭
কথা কম কাজ বেশি..........১৭
চল্লিশ বছর রাতে অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত ছিলেন..........১৭

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

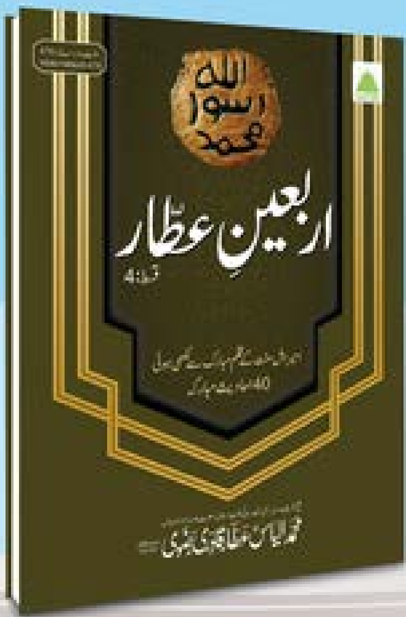

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৬৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৫৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net